যুগান্তর

তারিখ ... 9 FEB 2009
পৃষ্ঠা ... ১৫ কলাম ... ৪

উপবৃত্তির কার্যক্রম বিলম্বিত হওয়ায় প্রাথমিক স্তরের শিক্ষা ব্যবস্থা ব্যাহত

রবিউল ইসলাম

প্রাথমিক শিক্ষার জন্য উপবৃত্তির কার্যক্রম শুরু হতে দেরি হওয়ায় প্রাথমিক স্তরের শিক্ষা ব্যবস্থা ব্যাহত হচ্ছে। ২০০৮ সালের জুলাই মাসে দ্বিতীয় পর্যায়ের উপবৃত্তির কার্যক্রম শুরু হওয়ার কথা থাকলেও মাঠ পর্যায়ে এখনও শুরু হয়নি। ফলে সামগ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থার ওপর নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে। আশংকা করা হচ্ছে, ঝরে পড়ার হার বৃদ্ধি পাবে। সংশ্লিষ্ট সূত্রে এসব তথ্য জানা গেছে। এ বিষয়ে জানতে চাওয়া হলে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ভারপ্রাপ্ত সচিব বদরুল আলম তরফদার যুগান্তরকে বলেন, উপবৃত্তি কর্মসূচি চালু হওয়ার কথা ছিল ২০০৮ সালের জুলাই মাসে। কিন্তু সময়মতো প্রকল্প পাস না হওয়ায় প্রকল্প শুরু করা যায়নি। এজন্য বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) বাস্তবায়নের হারও গতবারের চেয়ে কম হয়েছে। তবে ইতিমধ্যে অর্থ ছাড় করা হয়েছে এবং শিগগিরই দ্বিতীয় পর্যায়ের উপবৃত্তির কার্যক্রম চালু হবে। সূত্র জানায়, প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার সার্বিক অবস্থা উন্নয়নের লক্ষ্যে ২০০৪ সালে ৩ হাজার কোটি টাকার ৫ বছর মেয়াদি উপবৃত্তি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। উদ্দেশ্য ছিল, ঝরে পড়ার হার কমানো, নিট ভর্তির হার বৃদ্ধি এবং দরিদ্র পরিবারের শিশুদের শিক্ষা কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা। সংশ্লিষ্টরা বলছেন, উপবৃত্তি প্রকল্প চালু হওয়ার পর ঝরে পড়ার হার কমেছে। নিট ভর্তিও বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুযায়ী বর্তমানে নিট ভর্তির হার ৯১ শতাংশ। ২০০৫ সালে এই হার ছিল ৮৭ শতাংশ। সম্পূর্ণ সরকারি অর্থায়নের দ্বিতীয় পর্যায়ের উপবৃত্তির কার্যক্রমে ৫ বছরে ব্যয় ধরা হয়েছে ২ হাজার ৪৪২ কোটি টাকা। প্রথম বছরে ব্যয় হবে ২৪৪ কোটি টাকা। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মোট ৪৪ লাখ ছাত্রছাত্রী এ উপবৃত্তি সুবিধা পাবে। প্রথম পর্যায়ের উপবৃত্তির কার্যক্রম শুরু হয়েছিল ২০০৪ সালের জুন মাসে। মোট প্রকল্প ব্যয় ধরা হয়েছিল ৩ হাজার কোটি টাকা। এতে প্রায় ৫৫

উপবৃত্তি : পৃষ্ঠা ১০ : কলাম ৭

উপবৃত্তি : কার্যক্রম

(১৬ পৃষ্ঠার পর)

লাখ শিশু উপবৃত্তির সুবিধা পেয়েছে।

উপবৃত্তির নীতিমালা অনুযায়ী একটি পরিবারের একজন ছাত্র প্রতি মাসে ১০০ টাকা এবং একই পরিবারের ২ জন হলে ১২৫ টাকা পায়। নীতিমালা অনুযায়ী, উপবৃত্তির সুবিধা পাওয়ার শর্ত হল একজন শিশুকে দরিদ্র হতে হবে, প্রতিটি বিষয়ে ৪৫ শতাংশ নম্বর পেতে হবে এবং উপস্থিতির হার থাকতে হবে শতকরা আশিভাগ।

প্রথম পর্যায়ের উপবৃত্তি প্রকল্প বাস্তবায়নে নানা অনিয়ম ও দুর্নীতি ধরা পড়েছে। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা অধিদফতরের তদন্তে এসব তথ্য বেরিয়ে এসেছে। সংশ্লিষ্ট সূত্রে এসব তথ্য জানা গেছে।

তদন্তে দেখা গেছে, ভুয়া ছাত্রছাত্রী দেখিয়ে টাকা নেয়ার অভিযোগ রয়েছে। অনেক সময় শর্ত পূরণ না করে ছাত্রছাত্রী এবং শিক্ষকরা টাকা ভাগাভাগি করে নিয়েছেন।

বর্তমানে দেশের বিশাল এক জনগোষ্ঠী নিরক্ষর রয়ে গেছে। অন্যদিকে নতুন সরকারের প্রতিশ্রুতি রয়েছে ২০১০ সালের মধ্যে প্রাথমিক স্তরে নিট ভর্তি হার ১০০ ভাগে উন্নীত করা। ফলে এসব প্রকল্প সঠিকভাবে বাস্তবায়ন না হলে সরকারের প্রতিশ্রুতি পূরণ করা কঠিন হবে বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করেন।

বর্তমানে দেশে মোট প্রাথমিক স্কুলের সংখ্যা ৮১ হাজার ৪৩৪টি। এর মধ্যে সরকারি ৩৭ হাজার ৬৭২টি। মোট শিক্ষক ৩ লাখ ৬৪ হাজার ৪৪৯ জন। শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীর অনুপাত ১:৪৯। নিট ভর্তির হার ৯১ শতাংশ। সাক্ষরতার হার ৬৩ শতাংশ।